Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

৪১ বর্ষ ৭ সংখ্যা ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮, সোমবার, ২৯ মাঘ, ১৪২৪

একচেটিয়া মালিকানার দাপটে বিপন্ন সংবাদপত্রের সততা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি : সংবাদপত্রের সততা আজ বিপন্ন! বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমের অধিকাংশ কুক্ষিগত ৫টি বৃহৎ গোষ্ঠীর হাতে। ১৯৮৩ সালেও এহেন মালিক গোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৫০। আশংকা খুব দ্রুত এই মালিক গোষ্ঠীর সংখ্যা কমে হবে ৩। মালিকের ইচ্ছায় সংবাদ হয়ে যায় উত্তর-সত্য (পোস্ট ট্রুথ), সোজা কথায় মিথ্যার বেসাতি। খবরের কাগজ থেকে টিভি, বিনোদন থেকে ইন্টারনেট, ক্রস মিডিয়া ফেনোমেনার দৌলতে একচেটিয়া মালিকানার অধীনস্ত। স্বাধীন গণ-মাধ্যমের পরিসর বিপজ্জনকভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে আসছে। সংবাদমাধ্যম সমাজ জীবনের চালচিত্র হওয়ার বদলে বিজ্ঞাপন সেবকে পরিণত হওয়া বেশি পছন্দ করছে। ভারতের পয়লা নম্বর ধনী মুকেশ আম্বানি দেশের সংবাদমাধ্যমের এক নম্বর মালিক। সম্পাদকের পদ ফাঁকা পড়ে থাকে। দাপাদাপি করছে ম্যানেজার আর অ্যাড ডিরেক্টর। সেই সংবাদ মাধ্যমে দেশের ৬৯ শতাংশ গ্রামে বসবাস করেন এমন বাসিন্দাদের খবর খুঁজতে লাগে। ভারতে প্রতি ৪১ মিনিটে একজন কৃষক আত্মহত্যা করছেন। সেই খবর হেডলাইন নিউজ হয় না। কর্তার ইচ্ছায় খবর! তার মধ্যেই চলছে বিকল্প মিডিয়া গড়ে তোলার চেষ্টা। সততার সাথে সংবাদ প্রকাশে সোশ্যাল মিডিয়া/ওয়েব পোর্টাল আংশিক হলেও সফল। কিন্তু সংবাদপত্রের ও গণ-মাধ্যমের সততার স্বাধীনতা ফিরিয়ে

—এরপর চারের পাতায়

বিশ্ব ক্যানসার দিবসে আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমান : ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ক্যানসার দিবস। একটি মাল্টিস্পেশালিটি ক্লিনিকের উদ্যোগে মেয়েদের স্তন ক্যানসার বিষয়ে সচেতনতায় রাজ কলেজ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল এক আলোচনা সভা। সচেতনতামূলক এই আলোচনা সভায় স্লাইড সহযোগে মহিলাদের স্তন ক্যানসার ও সারভাইক্যাল ক্যানসার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন বর্ধমানের বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নাসিমা খোন্দকার। তিনি মেয়েদের শরীরে এই রোগের অনুপ্রবেশ কিভাবে ঘটে, কিভাবে প্রতিরোধ সম্ভব চিত্রসহ

—এরপর চারের পাতায়

আক্রান্ত সিপিআই(এম) নেতা প্রতিবাদ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : সন্ধ্যায় একটি বৈঠকী সভা চলাকালীন সময়ে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা হঠাৎ লাঠি, টাঙ্গি নিয়ে হামলা চালালে আক্রান্ত হন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য তাপস চ্যাটার্জী সহ পার্টি নেতা জীবন দাস। হামনপুরের বৈঠকী সভায় হামলার এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সকালের আলো ফুটতেই তৃণমূলের দুষ্কৃতী সেখ সইদুল-এর বাড়ি ঘেরাও করে এলাকার মানুষ। সৈখ সইদুল ও তার পরিবার ক্ষমা চেয়ে মুচলেকা দিয়ে ক্ষুব্ধ আদিবাসীদের কাছে রেহাই পায়। হামলার খবর ছড়িয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট জাবুই, মণ্ডলগ্রাম, তোরল পুর গ্রামে। সেখানকার মানুষও লাল পতাকা হাতে প্রতিবাদে সোচ্চার হোন।

জ্যোতি বসু শিক্ষাকেন্দ্র উদ্বোধনে নেতৃবৃন্দ

নিপীড়িত মানুষের ভাষায় কথা বলা শিখতে মার্কসবাদ আত্মস্থ করতে হবে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি : আজ ইস্পাতনগরীর আশিষ-জব্বার ভবন সিপিআই(এম) দুর্গাপুর ইস্পাত-৩ নং এরিয়া কমিটির উদ্যোগে জ্যোতি বসু স্থায়ী শিক্ষা কেন্দ্র উদ্বোধন করতে গিয়ে এই আহ্বান জানান দলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী। তিনি বলেন, লেখা-পড়ার বিমূর্ত ধারণাকে মূর্ত করাই শিক্ষার মৌলিক ধারণা। তাই আগামী দিনে এই শিক্ষাকেন্দ্র দলের সদস্যদের মার্কসবাদের চর্চা ও তার প্রয়োগের শিক্ষায় শিক্ষিত করার উভয় প্রচেষ্টায় সার্থক করার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। জেলা কমিটির সদস্য পার্থ মুখার্জী বর্তমান বিশ্বের পুঁজিবাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ শ্যুম্পিটারকে উদ্ধৃত করে বলেন, ক্রিয়েটিভ ডেস্ট্রাকশন এর পর্যায় আজ জবলেস গ্রোথ হয়েছে। পরিণামে যা হয়েছে রুথলেস গ্রোথ যার ফলে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ সর্বোচ্চ নিপীড়ন-শোষণের শিকার হচ্ছেন। এই অবস্থায় একমাত্র বিকল্প সমাজতন্ত্র। এই নতুন ব্যবস্থা গড়তে হলে নিরন্তর মার্কসবাদের চর্চা ও প্রয়োগের কোনো

—এরপর চারের পাতায়

রাস্তা মেরামতির দাবিতে মেমারিতে বিক্ষোভ অবস্থান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৮ ফেব্রুয়ারি : মেমারি-তারকেশ্বর রোডের অবস্থা বেহাল। অবিলম্বে রাস্তা মেরামতের দাবি নিয়ে সি পি আই (এম)-র বিভিন্ন সংগঠনের ডাকে এদিন স্থানীয় চকদিঘি মোড়ে অবস্থান বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ অবস্থানে বক্তব্য রাখেন সনৎ ব্যানার্জি, প্রশান্ত কুমার, পীযুষ বিশ্বাস, পিন্টু ভট্টাচার্য প্রমুখ। সমস্ত বক্তাই অভিযোগ তুলে বলেন, মেমারি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা জুড়েই তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। গর্তগুলি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। প্রতি দিন বালি ও পাথর বোঝাই শত শত লরি যাতায়াত করে। প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। প্রতিনিয়ত সড়ক পথে দুর্ঘটনা লেগে রয়েছে। এলাকাবাসি ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমরাও দাবি জানাচ্ছি যে অবিলম্বে রাস্তা মেরামতি শুরু না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়া হবে।

১২ই জুলাই কমিটির পথসভা

এফ.আর.ডি.আই বিল প্রত্যাহারের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমান : ব্যাঙ্ক, বিমাক্ষেত্রের মৃত্যু পরোয়ানা এফ.আর.ডি.আই বিল প্রত্যাহারের দাবিতে দুর্বার আন্দোলনের ডাক দিল ১২ই জুলাই কমিটি। এদিন বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে কার্জন গেট চত্বরে আয়োজিত পথসভার সমস্ত সাধারণ মানুষকে এই বিলের বিরোধিতায় পথে নামার আহ্বান জানান হয়। সভাপতিত্ব করেন অন্যতম জেলা যুগ্ম-আহ্বায়ক প্রবণ আইচ। বক্তব্য রাখেন অপর যুগ্ম-আহ্বায়ক রঞ্জিত দত্ত সহ অরূপ চক্রবর্তী প্রমুখ।

বক্তরা বলেন, সাধারণ মানুষের ব্যাঙ্ক ও বিমা ক্ষেত্রে রাখা টাকা লুট করতেই এফ.আর.ডি.আই বিল সংসদে পেশ করেছে বিজেপি সরকার। নোট বাতিল ও জি.এস.টি-র পর জনগণের

—এরপর চারের পাতায়

বিকল্প চাষ ছাড়া কৃষকের বাঁচার পথ নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৮ ফেব্রুয়ারি : বিকল্প চাষ ছাড়া কৃষকের বাঁচার পথ নেই- বিগত বামফ্রন্ট সরকারের ভাবনাকে কাজে লাগাচ্ছে বর্তমান সরকারের কৃষি দপ্তর। এই ভাবনার সাথে যারা সেদিন নিজেদের যুক্ত করতে পেরেছিলেন তারা আজ বহু কৃষককে পিছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। কালনা মহকুমার পাঁচটি ব্লকের মধ্যে পূর্বস্থলী-১ এবং ২ চাষিদের এখন ফুল, ফল, সবজিসহ বিভিন্ন গাছের কলম তৈরির পথ দেখাচ্ছে। এই দুই ব্লকে চাষিরা এই সব বিকল্প চাষ করে ভালো অর্থ উপার্জন করছেন। কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরাও কৃষকদের প্রশিক্ষণ শিবিরে জেলার এই উদাহরণ তুলে

ধরছেন। বর্তমান রাজ্য সরকারও এই ভাবনাকে সম্বল করেই কৃষকদের বাঁচাবার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন ব্লকে কৃষি দপ্তর থেকে কৃষকদের বিকল্প চাষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কালনা ১ ব্লকের কৃষি খামারে সম্প্রতি সেই রকম ডাল ও তৈল বীজ চাষ করার পদ্ধতি শেখালেন ড. গৌর সিনহা, ড. অনিরুদ্ধ দত্ত, ড. পার্থ ঘোষ, ড. সুব্রত ঘোষ, নিলয় কর প্রমুখ নানা স্তরের কৃষি আধিকারিকেরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে- বেশ কয়েক বছর ধরে বিকল্প আয়ের ভাবনা শুরু করেছেন কালনা মহকুমার কিছু কৃষক পরিবার। সরকারের কোন সাহায্য ছাড়াই তারা যে বেশ সফল কালনা ১নং ব্লকের বেশ কিছু গ্রামে ঘুরলেই তা বোঝা যায়। গ্রামগুলিতে গো-পালন বাড়ছে। আলু, ধান, পাটের মত অর্থকরি ফসলের বিকল্প হিসাবে সেখানে চাষ করা হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস। গ্রামে গ্রামে তৈরি হয়েছে একাধিক বিভিন্ন বড় বড় দুধ কোম্পানির দুধসংগ্রহকেন্দ্র। দুধসংগ্রহকেন্দ্রগুলোতে ওই সমস্ত কোম্পানির দুধসংগ্রহ গাড়িগুলি নিয়মিত আসছে। দুধ বোঝাই করে নিয়ে গাড়িগুলি ফিরে যাচ্ছে শহরে। দুধ উৎপাদনকারী সংশ্লিষ্ট চাষিদের হাতে আসছে টাকা, মুখে ফুটছে হাসি। হতাশার চাষে বিপরীতে ঘুরে দাঁড়ানোর এক অভিনব ছবি তৈরি হয়েছে এখানে।

ধানের বিক্রি নেই, আলুর দাম নেই। নেই-নেই-নেই রাজ্যে, বছর বছর চাষে লোকসান। সেখানে এভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর উপায় খুঁজে পেয়েছেন কালনার এইসব চাষিরা। বছর তিনেক আগে দু-একটা গাই গরু দিয়ে তারা শুরু করেছিলেন দুধের ব্যবসা। সেই তাদেরই হাতে এখন আট থেকে দশটা গাই গরু

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

বিকল্পের অনুশীলনে কেরালা

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ২৫ বছরের দিনটিতে রাজস্থানের রাজমাসন্দ জেলায় পৈশাচিক বর্বরতায় হিন্দুত্ববাদী শম্ভুলাল রেগারের হাতে খুন হয়েছিলেন পরিযায়ী শ্রমিক মালদহের কালিয়াচক ১নম্বর ব্লকের জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েতের সৈয়দপুর গ্রামের বাসিন্দা আফরাজুল। খুন করার পর তাঁকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল আবার সেই দৃশ্য ভিডিওতে তোলা হয়েছিল। টিভির পর্দায় মুহূর্তে ভাইরাল সেই ছবি দেখে শিউরে উঠেছিল গোটা দেশ। বাংলার অনুপ্রেরণাময়ী মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরে আসুন বাংলায়। তাদের কাজ ও পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হবে। একমাসও পার হয়নি ফিরে এসেছিলেন মালদহের মতিউর রহমান। জেলাশাসকের দপ্তরে গিয়েছিলেন কাজ চাইতে। পুলিশ কানধরে ওঠবোস করিয়েছিল। গত দুমাসে কাজের সন্ধানে এরকম ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়া এরাজ্যের সাত জন পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্য মৃত্যু ঘটেছে। রাজস্থান, বিহারের পর বধ্যভূমি হয়েছে চেন্নাই।

এলাকায় কাজ না থাকায় পেটের দায়ে এই সমস্ত শ্রমিকরা ভিন রাজ্যে যান রুটি ও রুজির সন্ধানে। এদের বেশির ভাগ কমবয়সি। সদ্য কৈশোর পেরোনো যৌবন। এদের না আছে কাজের নিরাপত্তা না আছে সামাজিক সুরক্ষা। মুখ্যমন্ত্রী শুনিয়েছেন ফিরে আসার গান। ফিরে এসে তাঁরা কি করবেন? পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কাজ করবেন? নোট বাতিলের ধাক্কায় কাজ হারিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে এই সমস্ত শ্রমিকদের ফিরে আসার পথেও মুখ্যমন্ত্রী শুনিয়েছিলেন একই গান। বিগত সময় জুড়ে পশ্চিমবঙ্গে কৃষিমজুরির হার তেমন কিছু বাড়েনি। কেরালা, কাশ্মীর, পঞ্জাব, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, হিমাচল প্রদেশের তুলনায় এ রাজ্যে কৃষিমজুরির হার অনেক কম। এমনকি রাজস্থানের থেকেও কম। এখানে কৃষিতে কাজও কমেছে। তাই খুন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও পেটের দায়ে কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যেই পাড়ি জমাতে হয় এরাজ্যের শ্রমিকদের। উদাসীন কেন্দ্রীয় সরকার, উদাসীন সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারগুলি।

উজ্জ্বল ব্যতিক্রম একমাত্র কেরালা। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যবিমা চালু করেছে কেরালার এল ডি এফ পরিচালিত সরকার। পরিযায়ী শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য মাথাপিছু পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ দেবে। দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু হলে পরিবার ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাবে। এই প্রকল্প প্রতিবছর রাজ্য সরকার পুনর্নবীকরণ করবে। এ বছর এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার সেজন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এছাড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের উন্নয়ন খাতে কেরালা সরকার রাজ্য বাজেটে বরাদ্দ করেছে ৫০ কোটি টাকা। স্বাভাবিকভাবেই বিকল্পের অনুশীলনে গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের গন্তব্যস্থল হয়ে উঠেছে কেরালা। কেরালায় ভিড় বেড়ে চলেছে। সমীক্ষায় তা প্রকাশিতও হয়েছে। কেরালায় সবচেয়ে বেশি পরিযায়ী শ্রমিক (মোট পরিযায়ী শ্রমিকের ২০ শতাংশ) যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে। তবু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বিগত ছ'বছরে ১ কোটি বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ চল্লিশ পরগণায় এখনও শিশুবিক্রির মতো ঘটনা ঘটছে। এটাই বুঝি এই রাজ্যের উন্নয়নের মুখ!

কালনায় কুঁড়ির মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ ফেব্রুয়ারি : এবিপিটি-এ-র কালনা পূর্ব চক্রের উদ্যোগে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় কুঁড়ির মেলা। কালনা কলেজ হস্টেল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই মেলায় অঙ্কন, সঙ্গীত, নৃত্য, যেমন খুশি সাজো, দলগত নৃত্য প্রতিযোগিতায় সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ছিলেন তাদের অভিভাবকেরাও। ষষ্ঠতম কুঁড়ির মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ইংলিশ চ্যানেল জয়ী সায়নী দাস। তার কথায়—আমি কিশোর বাহিনীর মধ্যে দিয়েই উঠে এসেছি। তাই আমি মনে করি সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হলে শক্তিশালী কিশোর বাহিনী গড়ে তোলার দিকে নজর দিতে হবে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি (এবিটিএ) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
২. বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে শ্রীখণ্ডে কবে ২০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ-এর জন্য ভিত্তি প্রস্তর হয়?
৩. আমাশয় রোগের ব্যাসিলাস 'শিগেলা' কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে কোথায় জন্ম?
৪. 'বিকর্ণ' কোন সাহিত্যিকের ছদ্মনাম? তাঁর কবে মৃত্যু হয়?
৫. ভারতের ভাইসরস লর্ড মেয়োকে কে কোথায় হত্যা করেন? এজন্য তাঁর কবে ফাঁসি হয়?
৬. কলকাতায় বিধানসভা ভবনের কবে উদ্বোধন হয়?
৭. নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (এবিপিটিএ) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?
৮. কমিউনিস্ট তথা কৃষকনেতা রামনারায়ণ গোস্বামী কবে কোথায় প্রয়াত হন? জন্ম কবে?
৯. বর্ধমানের প্রখ্যাত ডাক্তার শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জী কোথায় কবে জন্মান?
১০. নতুন দিল্লির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কবে হয়েছিল? নতুন দিল্লির স্থপতি কে কে ছিলেন?
১১. গ্রামাফোন আবিষ্কারক কে ছিলেন? তাঁর কবে জন্ম হয়েছিল?
১২. ভ্যাটিকান সিটি কবে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পায়? তখন সেদেশে লোকসংখ্যা কত ছিল? **(উত্তর শেষের পাতায়)**

কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও আলুপোড়া

তপোময় ঘোষ

গত মাসের প্রথম দিকে কৃষকদের নিয়ে জাতীয়, রাজ্য ও আঞ্চলিক স্তরে অনেক অনেক খবর ছিল। সেখান থেকে তথ্য নিয়ে এই কৃষকসন্তানের একটু আত্মোপলব্ধির প্রচেষ্টা। সেই অনেক খবরের একটি ছিল, বর্ধমানের জামালপুরের আঝাপুর মোড়ের কাছে কৃষকসভার নেতৃত্বে আলু পুড়িয়ে ফেলার করুণ দৃশ্য। কালনার প্রতিবেদকের পাঠানো হিমঘরের প্রাঙ্গণে আলুর বস্তা মজুত থাকার দৃশ্য। এ যেন আলু নিয়ে কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়। আর এসব দৃশ্যে কৃষকসন্তানের হয় চোখের পীড়ন।

পশ্চিমবঙ্গে মানুষের খাদ্য তালিকায় ধান গমের পরই যে আলুর স্থান, সেই আলু আজ অপাংক্তেয়। অথচ এই আলু ধান গমের পরই তৃতীয় স্টেপল ফুড বলেই রাষ্ট্রসংঘ ২০০৫ সালটিকে 'আন্তর্জাতিক আলুবর্ষ' হিসাবে পালন করেছিল। আমরা বাঙালিরা বছরে গড় আলু খাই প্রতি জনে ৩৫ কেজি। রাজ্যে হিমঘরের সংখ্যা ৪৫০টির মতো। এগুলিতে আলু মজুতের ক্ষমতা মেরেকেটে ৭০ থেকে ৭৫ লক্ষ টন। যেবারে উৎপাদন বেশি হয়, সেবারই এমন সমস্যা হয়।

মনে আছে ২০১৫ সালেও এইরকম অতি-উৎপাদনের সমস্যা হয়েছিল। সেবছরও রাজ্য সরকার ৫০ হাজার টন আলু কেনার কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু কতটা করেছিল তা সরকারই জানে। এ ছাড়া, আলু চাষিদের কাছ থেকে আলু কিনে অন্য রাজ্যে বা বিদেশে পাঠানোর কথাও ঘোষণা করেছিল।

সেবছরও সমস্যাটা এতদূর পৌঁছেছিল যে, কৃষকদের স্বার্থে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য সরকারকে বেশ কিছু ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছিল। তার মধ্যে একটি ছিল কৃষিবিদ, বিপণন বিশেষজ্ঞ ব্যবসায়ী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের নিয়ে একটি কমিটি গড়তে হবে। রাজ্য প্রশাসনকে বেঞ্চ পরামর্শ দিয়েছিল ঋণগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদেরকে রাজ্য সরকার সরাসরি অনুদান মঞ্জুর করবে। কৃষক মান্ডি তৈরি করবে।

পরের বছর অর্থাৎ ২০১৬ সালে আলুর দাম এত বাড়ে যে, খোলা বাজারে আলু ২০-২৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছিল। এই বাড়তি দামে রাশ টানতে রাজ্য সরকার ভর্তুকি দিয়ে ১৪ টাকা দরে বিক্রির কথা সাড়ম্বরে ঘোষণা করে, মাত্র কয়েকটি বাজারে কয়েকদিন টোকেন বিক্রি করেছিল। অর্থাৎ আলুর ফলন কৃষকদের কাছে যেন শাঁখের করাত—যেতেও কাটে, আসতেও কাটে। এ বছরের করুণ অবস্থা সেটাই প্রমাণ করছে।

এবার দেখি এ সংক্রান্ত অন্যান্য দৃশ্যাবলী। সংবাদ ভাষ্য অনুযায়ী যা ওই একই সময়ে জন্ম নিয়েছিল খোদ দিল্লির 'নীতি আয়োগ'-র সভাকক্ষে। এখানে আলু পোড়ানোর মুহূর্তেই ওদের পাড়ায় পাড়ায় ওই মন্দিরে বাজছিল পূজার ঘন্টা। পূজা মানে বীর পূজা মানে মোদি ভজনা, জেটলি ভজনার নামান্তরে নীতি আয়োগের মিটিং। সেখানে প্রাক্ বাজেট সেই বৈঠকে দেশের বাঘা বাঘা জনা চল্লিশেক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদকে ডাকা হয়েছিল, আসন্ন বাজেট তৈরিতে তাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য। আলোচ্য বিষয় ছিল : "ইকনমিক পলিসি : দি রোড অ্যাহেড"।

সেই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি নাকি অনেকক্ষণ সময় দিয়েছিলেন এবং এই বৈঠকে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ কর্ম সংস্থানের জন্য বিস্তর আলোচনা হয়েছে। নীতি আয়োগের বর্তমান সহকারী সভাপতি রাজীব কুমার এই বৈঠকের সাফল্য-কথা গাইতে গিয়ে গদগদ ভাবে মোদিজির ওই দীর্ঘ উপস্থিতি, মানে আগ্রহের কথা জানিয়েছেন। শ্রী কুমার বলেছেন, ওই আলোচনার সিংহভাগ ছিল কৃষকদের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে। এজন্য 'কৃষি ও কৃষক কল্যাণ' দপ্তরের সঙ্গে 'নীতি আয়োগ' একসঙ্গে কাজ করবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছেন? ইতোমধ্যে কৃষি দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে "কৃষি ও কৃষক কল্যাণ" মন্ত্রক করা হয়েছে। অর্থাৎ নামে অন্তত পরিবর্তন এসেছে। এবার শুধু কাজে করে দেখানোর পালা!

আর সেই লক্ষ্যে গত ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ঘোষণা করেছিলেন, আগামী ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকের আয় দ্বিগুণ হবে। সেই লক্ষ্যে তিনি 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা'ও ঘোষণা করে বলেছিলেন, এখন কৃষিক্ষেত্রের ৫০ শতাংশ মাত্র সেচসেবিত। বাকি ৫০ শতাংশে সেচের জল পৌঁছে দিলেই একে একে দুইয়ের মতো কৃষকের আয় বেড়ে দ্বিগুণ। শুধু মাঝে, ২০১৯ সালে আর একবার বিজেপিকে লোকসভায় জেতাতে হবে! ধাপ্পা আর বলে কাকে! বললে কি না, 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'। এখনও এদেশে বছরে ১৫,০০০ কৃষক ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করছে। শস্যগোলা বর্ধমানের কৃষকরাও করতে বাধ্য হচ্ছেন। দিদিভাই-দাদাভাই তা অস্বীকার করছেন।

ইতোমধ্যে ২০১৭-১৮ বর্ষের আগাম হিসাবের প্রথম অংশ জিডিপি এবং জিভিএ বা 'গ্রেস ভ্যালু অ্যাডেড' প্রকাশ পেয়েছে। তাতে এই সময়ে আমাদের দেশের অর্থনীতিতে গড় জাতীয় আয়/উৎপাদন ৬.৫ শতাংশ। এই হার মোদিজির চার বছরের রাজত্বের মধ্যে সর্বনিম্ন। আর যে কৃষিতে আয় বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিতে এত বৈঠক, সেই কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার মাত্র ১.৯ শতাংশ।

আমাদের দেশে এখনও নাই নাই করেও জাতীয় আয়ের ১৫ শতাংশ কৃষির অবদান। আর ভারতের অর্ধেক (৫০ শতাংশ) শ্রমশক্তি কৃষিতে নিয়োজিত। ২০১৮ সালের একটি গবেষণাপত্রের ফলাফলে বলা হয়েছিল কৃষিতে বিনিয়োগ এবং প্রবৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে বেশি হারে দারিদ্র দুরীভূত হয়।

লেখচিত্রে দেখছি, ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রের বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৭ শতাংশ, তা মোদির আমলে কমতে কমতে এসে নেমেছে ১.৯ শতাংশে। অর্থাৎ যত প্রচারের ঢক্কানিনাদ শুনছি, অথবা দৃশ্যগুলি দেখতে বাধ্য হচ্ছি কৃষকের প্রকৃত আয় তত কমছে। কম যান না, রাজ্যের মন্ত্রীরাও। একদা রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু বলেছিলেন, কৃষকদের আয় ইতোমধ্যেই দ্বিগুণ হয়ে গেছে। বাঃ রে ভাই!!

'কোন্‌খানে রাখবো প্রণাম'

পঙ্কজ পাঠক

'আকাশে বরুণে দূর স্ফটিক ফেনায়/ছড়ানো তোমার প্রিয় নাম, /তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা/কোন্‌খানে রাখবো প্রণাম?'—দিনেশ দাস

মিনতি চৌধুরী বিরাশি বছর বয়সে চলে গেলেন। তাঁর স্নেহছায়াতলে যাদের আশ্রয় পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে তাদের কাছে এই মৃত্যু বড় কষ্টের। তাঁর ভালোবাসার ধারায় কতদিন যে দুঃখ-যন্ত্রণা ও ক্ষতের উপশম হয়েছে তা বলে বোঝানো যাবে না। এদেশের নারীর কোমল হৃদয় নিয়ে কত লেখাই না পড়েছি কিন্তু এমন নারী জীবনে খুব কম দেখেছি।

মিনতি চৌধুরী জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু তাঁকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না। তিনি যখন নাম ধরে ডাকতেন—সেই ডাকের মধ্যে এমন জাদু ছিল মুহূর্তে সব গ্লানি দূর হয়ে যেত। অতি সাধারণ তাঁর বেশ কিন্তু অনন্যসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব।

তিনি ছিলেন সংসারের কেন্দ্র। সবকিছু গুছিয়ে রাখতেন, বাড়ির মধ্যে এক অপূর্ব শ্রী বিরাজ করত। প্রতিদিন যা খাই তাই তাঁর হাতের স্পর্শে অমৃত মনে হতো। কে কী খেতে ভালোবাসে তা তিনি জানতেন। তাই কখনো-সখনো সেসব তৈরি করে খবর দিতেন।

তাঁর সম্পর্কে শ্বশুর অজাতশত্রু শিবশঙ্কর চৌধুরী কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা হওয়ার সুবাদে তাঁর বাড়ির ঘরাণাটা ছিল অন্যরকম। ন্যূনতম চাহিদা মিটিয়ে বেঁচে থেকে মানুষের পাশে থাকার যে সংস্কৃতি তার মধ্যেই তিনি জারিত হয়েছেন। এই সংস্কৃতি আর দেখতে পাই না। এখনতো আমরা সবাই আয়েশের জন্য বড় কাতর। আসলে আদর্শ থেকে যায় মানুষ পাল্টায়।

তিনি অন্যের দুঃখের কথা শুনে বড় কাতর হতেন, আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতেন। আমি যখন কর্মহীন হয়ে পড়লাম তখন একদিন আমার কষ্টের কথা ভেবে কেঁদে ফেলেছিলেন। আলো-আঁধারির মধ্যে সেই বিলাপ মাঝেমাঝে মনে পড়ে। ভগ্যের পরিহাস এমনই তিনি জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়ে সাংঘাতিক শোক পেলেন। ছোট ছেলে অনির্বাণ ক্যান্সারে মারা গেল। খুব গুণী ছিল ছেলেটি, কথা বললে মনে হতো নিজের ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি। নিজের জন্য কোনোদিন ভাবেনি। এমন সুন্দর ছেলে যে সংসারের অনেক দায়িত্ব হাসিমুখে মাথায় নিয়েছিল। তার চলে যাওয়ায় আমরা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। পুত্রের চলে যাওয়ায় মায়ের কী অবস্থা হতে পারে তা অনুমেয়। জীবনের শেষ দিনগুলো তাঁর কেমন কেটেছে বলার অপেক্ষা রাখে না। অনির্বাণ চলে যাওয়ার পর তাঁর সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিল না। মিনতি চৌধুরী ছিলেন আমাদের মাসিমা। আমাদের বড় আশ্রয়। এই শহরে ঘুরে বেড়াব, অভাব-দুঃখ-যন্ত্রণা-অনিশ্চয়তা—এইসব কিছুর জন্য যখন টলমল হয়ে যাব, তাঁর কাছে গিয়ে যে শুশ্রূষা পেতাম তা আর পাব না। আমরা যারা একটু আশ্রয়ের খোঁজ করি তাদের কাছে মাসিমার মৃত্যু যে কী তা লিখে বোঝানো অসম্ভব। পুরানো দিনের কমিউনিস্ট বাড়িগুলোর গৃহবধূরা একসময় স্নেহ-মমতা-বলিষ্ঠতা ও ত্যাগের মহিমায় জাগতিক বহু কিছু না পেয়েও সুখের সংসার গড়ে তুলতেন। তাঁদের কেউ কেউ এখনও বেঁচে আছেন। তাঁদেরই একজন ছিলেন মিনতি চৌধুরী। একে একে দীপ নিভে যাচ্ছে।

বাংলার মন্দির টেরাকোটা ও বর্ধমান

কৃষ্ণ সরকার

সম্প্রতি বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয়-এর আবদুল কালাম প্রেক্ষাগৃহে ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ বেলা ১১.২০ থেকে বিকাল ৪.০০ পর্যন্ত এক মনোজ্ঞ ঐতিহাসিক জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনাচক্রের বিষয়—'বাংলার মন্দির টেরাকোটা ও বর্ধমান'। এই অনুষ্ঠানের প্রধান সংগঠক ছিল 'বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান', প্রযত্নে সৌরভ, বর্ধমান। সহযোগিতা করেছেন সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিজ এ্যান্ড

ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, কলকাতা এবং উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয়।

প্রথমেই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। উদ্বোধনপর্বে বক্তব্য রেখেছেন বর্ধমান ইতিহাসবিদ নীরদবরণ সরকার, বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি কেন্দ্রিক 'লোকভারতী' পত্রিকার অন্যতম সংগঠক গৌতম তা এবং প্রারম্ভিক উপস্থাপনা তথা সঞ্চালনা করেছিলেন এই মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অন্যতম প্রধান অধ্যাপক আজিস্বর রহমান। বর্ধমান ইতিহাসচর্চা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত এই বক্তারা বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান সংস্থার কার্যাবলী, অনুসন্ধান ও এই ধরনের বিরল আলোচনাচক্রের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন।

দ্বিতীয় পর্বে, অর্থাৎ প্রধান আলোচনাচক্র পর্যায়ের প্রথম আমন্ত্রিত বিশিষ্ট বক্তা ছিলেন জাতীয় স্তরের ইতিহাসবিদ অধ্যাপক গৌতম সেনগুপ্ত, অগ্রগণ্য বর্ধমান ইতিহাসবিদ যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, বাংলার মন্দির টেরাকোটার গবেষক ও গ্রন্থকার অধ্যাপক শ্রীলা বসু ও অধ্যাপক অভ্র বসু এবং অধ্যাপক অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়। সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন গিরিধারী সরকার। সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতায় ছিলেন অধ্যাপক অভিজিৎ মান্না ও অধ্যাপক অসীম পোড়েল।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে, এমন একটি উচ্চমানের জাতীয় স্তরের বিরল বিষয়কে আলোচনাচক্রে কলেজের ছাত্রছাত্রী ছাড়া বর্ধমানের নাগরিকদের, বিশেষত বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা চর্চা করেছেন তাঁদের আরো বেশি সংখ্যায় উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ কাম্য ছিল। আশা করি সংগঠকরা এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন এবং সফল হবেন।

মূল আলোচনাচক্রের প্রথমেই আলোচনাচক্রের বিষয়ভিত্তিক উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন অধ্যাপক গৌতম সেনগুপ্ত। আলোচনাচক্রটির কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল—বাংলার মন্দির টেরাকোটার প্রেক্ষাপটে বর্ধমান জেলার মন্দির টেরাকোটার মূল্যায়ন। ঐতিহাসিক গৌতমবাবু আরো একটু গভীরে গিয়ে ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাংলা ও বর্ধমান ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। বর্ধমানের বীরভানপুর, পাণ্ডুরাজার ঢিবি এবং মঙ্গলকোট সভ্যতার প্রেক্ষাপটে তিনি ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে বর্ধমানভূমির শিলা—শিলা থেকে প্রস্তর মূর্তি, মন্দির ও ক্রমান্বয়ে বর্ধমান সীমান্তবর্তী বরাকর নদের ধারের বাংলার প্রাচীনতম মন্দির সমন্বিত বরাকর প্রস্তর মন্দিরগুচ্ছের আলোচনায় এলেন। এই পশ্চিম দিক থেকে বর্ধমানের মূল ভূমি অর্থাৎ পূর্ব দিকে সভ্যতার সম্প্রসারণের সঙ্গে কীভাবে মন্দির নির্মাণ এবং মন্দির টেরাকোটার উৎপত্তি এবং বিকাশ হচ্ছে অতি গভীরভাবে তার মধ্যে শ্রোতৃবৃন্দকে নিয়ে গিয়ে মোহাবিষ্ট করে দিলেন।

পরের আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট বর্ধমান ইতিহাসকার এবং 'বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি'র রচনাকার যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী। সারা বর্ধমান জেলার জনপদ, গ্রাম, গঞ্জ, মাঠ, প্রান্তর, কতখানি তাঁর আয়ত্তাধীন এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ, এই দিনের বক্তব্যে তিনি তার প্রমাণ রাখলেন। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের থেকে পর পর তিন খণ্ডে তাঁর প্রকাশিত বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গ্রন্থের ঐতিহাসিক সম্মান শ্রদ্ধা পার হয়ে আজও তিনি যে এগিয়ে চলেছেন, তাঁর আলোচনায় সেইসব নতুনতর আঙ্গিকের তথ্য উন্মোচিত হয়ে উঠল। তিনি আজকের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে প্রথমেই বেছে নিয়েছেন বাংলার মন্দিরশৈলীর প্রেক্ষাপটে বর্ধমান জেলার মন্দির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যময় মৌলিকতাকে। শুধু তাই নয়, বর্ধমান জেলার মধ্যে শুধুমাত্র মন্দির নয়, মসজিদগাত্রের মধ্যে যে বিরল টেরাকোটা শৈলী আছ—তিনি সেই তথ্যও উল্লেখ করেন। শেরশাহ প্রতিষ্ঠিত কালো মসজিদ বাংলার অন্যতম একটি প্রাচীন ধর্মীয় স্থাপত্য বর্ধমান শহরেই আছে, তিনি সেটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। এরপর সংখ্যা ধরে ধরে তিনি বর্ধমান জেলার বিশিষ্ট মন্দির স্থাপত্য এবং তার বিভিন্ন রকমের

গঠনশৈলীর অনন্যতাকে ব্যাখ্যা করলেন। তারপর এলো বর্ধমান জেলার মন্দির টেরাকোটার প্রসঙ্গ। এখানেও সর্বমোট মন্দির টেরাকোটার সংখ্যা উল্লেখ করে এখনও অবধি বাংলার পথে প্রান্তরে চলমান তাঁর ক্ষেত্রানুসন্ধানলব্ধ বর্ধমান জেলার মন্দিরশৈলীর পাশাপাশি টেরাকোটাশৈলীর মৌলিক দিকগুলিকে তিনি নাতিদীর্ঘ সুনিপুণতার সঙ্গে আলোকিত করেন। একমাত্র বর্ধমান জেলাতেই যে দুটি জায়গায়, তথা—শহর বর্ধমান ও শহর কালনায় ১০৯ শিবমন্দিরগুচ্ছ আছে—ভারতের অন্য কোথাও নেই এবং ভারতের 'ইটের তৈরি টেরাকোটার উচ্চাঙ্গিক শিল্পসমৃদ্ধ পঞ্চবিংশতিরত্ন তিনটি মন্দির মোট পশ্চিমবঙ্গে ছয়টি আছে বর্ধমান জেলাতেই— এমন অনেক স্মরণীয় ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থাপত্যের বিরল ঐতিহ্যকে তিনি আমাদের হৃদয়ে ও মননে স্মরণীয় করে দিলেন।

অধ্যাপিকা শ্রীলা বসু এবং অধ্যাপক অভ্র বসু এবং অধ্যাপক অপূর্ব চট্টোপাধ্যায় এই তিন মন্দির টেরাকোটা গবেষক ও লেখক এবং আলোকচিত্রী পর পর দুটি বক্তব্যে রঙিন ছায়াচিত্র (অডিও ভিস্যুয়াল/পাওয়ার পয়েন্ট প্রোজেকশান) সহযোগে বা দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। শ্রীলা বসুর বক্তব্য বিষয় ছিল কালনার মন্দিরে কৃষ্ণকথা। প্রধানত কালনার লালজি এবং কৃষ্ণচন্দ্র এই দুই পঁচিশ চূড়া মন্দিরগাত্রে নিবদ্ধ টেরাকোটাশিল্পের কৃষ্ণবিষয়ক উল্লেখযোগ্য টেরাকোটার রঙিন ছবিসহ ব্যাখ্যা সহযোগে বাংলার অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় এই টেরাকোটাগুলির বিশেষ প্রশংসার দিক তিনি তুলে ধরেন।

সাম্প্রতিক এই দম্পতি (অভ্র ও শ্রীলা) বাংলাদেশে মন্দির পর্যটনে গিয়েছিলেন। সংগঠক সংস্থার আবেদনে সাড়া দিয়ে কালনার রাজবাড়ি চত্বরের কিছু মন্দিরের কৃষ্ণ বিষয়ক টেরাকোটা চিত্রসহ বর্ধমানের আরো কয়েকটি অনালোচিত গ্রামের মন্দির টেরাকোটার প্রসঙ্গও অভ্র বসু চিত্র সহযোগে তুলে ধরেন। তারই সঙ্গে বাংলাদেশে কান্তজীর মন্দিরের কিছু অনন্য টেরাকোটার ছবিসহযোগে তিনি এই টেরাকোটা আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেন।

যদিও আমাদের মনে হয়েছে উল্লেখিত মন্দিরগুলি (শ্রীলা ও অভ্র-র উল্লিখিত) ছাড়াও বর্ধমানের নানা জায়গায়—এমনকি কালনারই আরো একাধিক মন্দিরগাত্রে টেরাকোটার কৃষ্ণকাহিনি নিবদ্ধ আছে।

অধ্যাপক অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়-এর দৃশ্যশ্রাব্য সহযোগে বক্তব্য বিষয় ছিল কেন মন্দির দেখতে যাবো? তিনি মন্দির টেরাকোটা শিল্প, গঠনশিল্প এবং বর্ধমান ছাড়া বীরভূম, হুগলি সহ নানান মন্দির স্থাপত্য এবং টেরাকোটার আলোচনা করেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে এই মন্দিরস্থাপত্য এবং মন্দির টেরাকোটার অবক্ষয়ের বেদনার আর্তি মন কাড়ে।

অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন অভিজিৎ মান্না ও অসীম পোড়েল। বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে গৌতম সেনগুপ্ত এবং যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী তাঁদের বক্তব্যের প্রারম্ভে একাধিকবার বলেছিলেন— বাংলার মন্দির টেরাকোটা নিয়ে আলোচনাচক্র এমনভাবে আগে হয়েছে কিনা, বা আদৌ হয়েছে বলে তাঁদের জানা নেই। বর্ধমান জেলার (পূর্ব পশ্চিম দুই বর্ধমানকে নিয়ে) বিস্তীর্ণ ভূমিতে গ্রামে, গ্রামান্তরে, এমনকি তুলনামূলক অগম্য স্থানেও যেসব মন্দির তার অনন্য শৈলী, স্থাপত্য এবং টেরাকোটা শিল্প নিয়ে (এমনকি মসজিদও) আজও রয়েছে অনালোচিত এবং অনালোকিত হয়ে—এই জাতীয় স্তরের বিরল আলোচনাচক্রটি কতখানি তাদের প্রতি প্রাণস্পর্শী পদক্ষেপ নেয় সেটাই ভবিষ্যতে দেখার ও অনুভব করার। 'বর্ধমান ইতিহাস সন্ধান' সংস্থার এই আন্তরিক প্রয়াসকে সাধুবাদ ও অভিনন্দন।

ফেসবুকের কল্যাণে পর্যটকের ভিড় কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ ফেব্রুয়ারি : প্রচার আছে বিষ্ণুপুর টেরাকোটা মন্দিরের জন্যই বিখ্যাত। কিন্তু সেখানকার থেকে আরো নয়নাভিরাম টেরাকোটার কাজে মোড়া মন্দিরসমূহ বুকে নিয়ে অম্বিকা কালনা বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারেনি। থেকে গেছে অন্ধকারেই। পঁচিশ চূড়া মন্দির, ১০৮ শিব মন্দির, চৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত তেঁতুল গাছ ও মন্দির, ভবা পাগলার আশ্রম, সাধক কমলাকান্তের ভিটে, হাবসি আমলের মসজিদ ও দিঘি এবং ইংরেজ শাসনের সময় গড়ে ওঠা গির্জা, হাসপাতাল, কবরস্থান সহ আরো অজস্র দ্রষ্টব্য স্থান থাকা সত্ত্বেও প্রচার পায়নি। তাই পর্যটক আসার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কালনা পর্যটন কেন্দ্র হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ফেসবুকের দৌলতে আজ কালনা অনেকটাই প্রচারের আলো পেয়েছে। পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। তার প্রমাণ মিললো কালনা রাজবাড়ির চত্বরে পর্যটকদের ভিড় দেখে। এদিন চারটি সংগঠিত দলে ৬৬ জন ছাড়াও আরো বেশ কিছু পর্যটকের দেখা মিলল। যারা ফেসবুকে খবর পেয়ে চলে এসেছেন। কলকাতা থেকে আসা এক দম্পতি জানালেন, বাড়ির কাছেই যে এত ভালো সম্পদ আছে ভাবতে পারিনি। খুব ভালো লেগেছে। আবার আসবো কালনায়, তবে অনেক বন্ধু-বান্ধব নিয়ে। কলকাতার জোকা আই এস আই হাসপাতালের কর্মী মিতা কাঞ্জিলাল ও স্মিতা দাঁ এসেছেন তাঁদের ১৬ জন সহকর্মীকে নিয়ে। তাঁরা জানালেন, কালনাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আবার আসবো। সরকারিভাবে কালনাকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা না দেখা গেলেও বেসরকারিভাবে সে চেষ্টা শুরু হয়েছে। দু'একটি সংস্থা ফেসবুকে পর্যটকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে কালনায় এনে স্বল্প খরচে সব কিছু দেখানোর ব্যবস্থা করছেন। খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে ওই সংস্থার পক্ষ থেকেই। অন্যদিকে স্থানীয় একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিনামূল্যে ওই পর্যটকদের গাইড হিসাবে কাজ করছে। এখানকার মন্দির দেখাকে আরও উপভোগ্য করে তুলতে কাজে নেমে পড়েছে একটি আর্ট একাডেমিও। তাদের ১২৫ জন ক্ষুদে শিল্পী মন্দির চত্বরে বসে ছবি আঁকছে। তাদের তুলিতে ফুটে উঠছে মন্দিরের গাত্রে থাকা শিল্প-কর্মও।

লিংক না থাকায় গ্রাহকদের সঙ্গে সঞ্চালকরাও চরম বিপাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ ফেব্রুয়ারি : লিংক না থাকায় ব্যাংক মিত্র গ্রাহকরা চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন। ঘটনা নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার মানিকনগরের। উত্তর-দক্ষিণমুখী ভাগীরথী পূর্ব বর্ধমান ও নদীয়া জেলার সীমানা নির্দেশ করলেও, দুই জেলারই এমন কিছু গ্রাম আছে যা নদীর পাড়ে অবস্থিত। ফলে এই গ্রামগুলি নিজের নিজের জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন। এই রকমই একটি গ্রাম মানিকনগরের একটি রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাংকের গ্রাহককেন্দ্র যার পোশাকি নাম ব্যাংক মিত্র স্থাপিত হয় ২০১২ সালের জানুয়ারি মাসে। নোটবন্দির পর থেকে নতুন করে গ্রাহক না বাড়ানোর ফরমান জারি হওয়া সত্ত্বেও এই কেন্দ্রে গ্রাহক সংখ্যা দু হাজারের বেশি। মাস খানেক ধরে লিংক না থাকায় সকলে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন। এই কেন্দ্রের পরিবর্তে তাদের যদি টাকা তুলতে হয় তবে ভাগীরথী নদী, মেঠো পথ ঘুরে ১৫ কিমি দূরে বাগআঁচড়ার শাখা ব্যাংকে টাকা তুলতে যেতে হবে। ফলে সারাদিন ভিড় করে বসে থাকেন গ্রাহকরা এই কেন্দ্রে কখন লিংক আসবে বলে। হঠাৎ হঠাৎ লিংক আসলে কেউ কেউ সুযোগ পায়। তবে বেশির ভাগ

সময়ই লিংক আসে না। এই ব্যাংক মিত্রের সঞ্চালক জয়ন্ত মাহাত বলেন, ব্যাংকমিত্র পরিষেবা কেন্দ্র চালু করার সময় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ছিল আমাদের পাঁচ হাজার টাকা করে সাম্মানিক দেওয়া হবে। আর টাকা লেনদেনের উপর কমিশন মিলবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সেই ১৫লক্ষ টাকা করে প্রতিটি একাউন্টে ঢুকিয়ে দেওয়ার মত ঘোষণাতেই থেকে গেছে। সাম্মানিক পাচ্ছি না আবার লিংক না থাকায় টাকা লেনদেন হচ্ছে না। তাই গ্রাহকদের সঙ্গে সঞ্চালকরাও চরম বিপাকে।

রেললাইনে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ ফেব্রুয়ারি : রেললাইনের নীচে নয়নজুলিতে কাপড় ধুচ্ছিলেন প্রসূতি ময়না রাজবংশী। পিছনে খেলছিল একমাত্র দেড় বছরের শিশু পায়েল। কখন উঠে গেছে রেললাইনে। দ্রুতগামী ট্রেন এসে তাকে ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। ঘটনা কাটোয়া ব্যাণ্ডেল রেল লাইনের কালনা রেল স্টেশন সংলগ্ন বরমিত্র পাড়ায়। জি আর পি মৃতদেহ উদ্ধার করে কালনা হাসপাতালে নিয়ে যায় ময়নাতদন্তের জন্য।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মক টেস্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রথম বড় পরীক্ষার ভীতি দূর করতে এ.বি.টি.এ-র উদ্যোগে বর্ধমান পূর্ব ও পশ্চিম জেলায় মক টেস্ট নেওয়া হয়। গত ৫ ফেব্রুয়ারি বর্ধমান পূর্ব জেলার উত্তর ও দক্ষিণ মহকুমার মোট১০০টি স্কুলের ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী বিদ্যার্থী গার্লস স্কুলে মক টেস্টে অংশ নেয়। উল্লেখ্য এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা ১২ মার্চ শুরু হবে। মাধ্যমিকের ধাঁচে অঙ্ক, ইতিহাস বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয় বলে জানান পূর্ব বর্ধমান জেলার সংগঠনের সম্পাদক সুদীপ্ত গুপ্ত। কয়েকদিনের মধ্যে ফলাফল জানানো হবে। সেইসঙ্গে ত্রুটিগুলি দূর করার চেষ্টা হবে। কাটোয়া মহকুমাতেও ২০টি স্কুলের ৮০ জন ছাত্রছাত্রী এই মক টেস্টে অংশ নেয়। এবিটিএ-র কালনা মহকুমা শাখার উদ্যোগে এইদিন ১২০ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মক টেস্ট নেওয়ার কর্মসূচি ছিল। কিন্তু কালনা মহিসমর্দিনী ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত এই মক টেস্টে দুই শতাধিক পরীক্ষার্থী মক টেস্টে অংশগ্রহণ করে। মক টেস্টের বিষয়টি ছিল ইতিহাস এবং অঙ্ক।

পরীক্ষার্থীদের মক টেস্ট চলাকালীন তাদের অভিভাবকদের নিয়েও একটি পৃথক সচেতনতা শিবির করেন দুই স্কুলের দুই প্রধান শিক্ষক বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য এবং সঞ্জিত ব্যানার্জী। পরীক্ষার আগে কিভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মনের চাপ কমাতে কি কি করণীয় তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন দুই শিক্ষক। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা অভিভাবকরা বলেন, মকটেস্টের মধ্য দিয়ে পরীক্ষার্থীরা যেমন তাদের ভুল ত্রুটি সংশোধন করে নিতে পারবে, তেমনি অভিভাবক হিসাবে পরীক্ষার আগে পরীক্ষার্থীদের কিভাবে চাপমুক্ত রাখতে হয় সে পাঠও আমরা নিয়ে গেলাম। এদিন পরীক্ষার্থীদের টিফিন সহ যাবতীয় খরচ সংগঠনের পক্ষ থেকে করা হয়।

মদ তৈরির উপকরণ নষ্ট করলেন মহিলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ৫ ফেব্রুয়ারি : মেমারির কেজা পূর্বপাড়ায় দুটি চোলাই মদের ভাটিখানায় মজুত মদসহ এ দিন গ্রামের আরো কয়েকটি ভাটিখানায় উপস্থিত হয়ে স্থানীয় মহিলারা মদ তৈরির উপকরণ সব নষ্ট করে দেন। অথচ পুলিশ ও আবগারি দপ্তর নীরব। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামে চলা এই সমস্ত অবৈধ মদের ঘাঁটি বন্ধে নামতে হল মহিলাদের। তাঁরা জানান, স্বামীরা যেটুকু রোজগার করে সেই টাকা মদ খেয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। কখনও কখনও বাড়ির ঘটি বাটি ও অন্যান্য জিনিষপত্র বিক্রি করেও মদ খায়। পুলিশ ও আবগারি দপ্তরকে বলে বলে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ানো যায়নি। বাধ্য হয়ে তাই নিজেরাই নেমেছেন। তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন কোনো মদ কারবারীকে গ্রামে থাকতে দেবেন না। মদের কারবার করতে হলে গ্রাম ছাড়তে হবে।

—প্রথম পাতার পর

বিশ্ব ক্যানসার দিবসে আলোচনা

আলোচনা করেন। তিনি জানান, আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রতি লাখে ২৬ জন মহিলা এই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় এবং প্রতি লাখে ২২ জন মহিলা সারভাইক্যাল ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। যার মধ্যে গড়ে প্রায় ১২.৪ শতাংশ থেকে ১২.৭ শতাংশ মহিলা মারা যান। প্রাথমিক অবস্থায় শনাক্তকরণ সম্ভব হলে এবং স্ক্রিনিং সঠিক হলে বহু সংখ্যক মহিলা জীবন ফিরে পেতে পারেন। আলোচনার শুরুতে বক্তব্য রাখেন সভার অন্যতম সহযোগী সংগঠক রোটারি ক্লাব অব বর্ধমান গ্রেটারের পক্ষে অজিত ভগত, শেখর মুখার্জী এবং আয়োজকদের পক্ষে শুভেন্দু দ্বিবেদী।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯২১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। ২. ২০০৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। ৩. বিজ্ঞানী শিগা কিয়োশি। ১৮৭১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি, জাপানে। ৪. সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল। ২০০৫ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর মৃত্যু। ৫. শের আলি, আন্দামানে। ১৮৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। ৬. ১৯৩১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। ৭. ১৯৩৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি। ৮. ২০১০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমান মেডিকেল হাসপাতালে। জন্ম ৪.৪১৯৩৪। ৯. জামালপুরের ইলসড়া গ্রামে, ১৯০৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি। ১০. ১৯৩১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি, স্থপতি এডুইন লুবেন্স ও এডওয়ার্ড বেকার। ১১. টমাস আলভা এডিসন। ১৮৪৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি। ১২. ১৯২৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি, ৮৭০ জন।

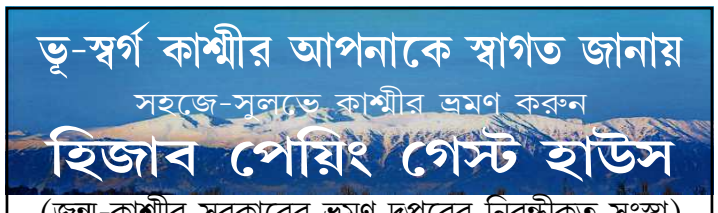

(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

ঐক্য ও সংহতির জন্য দৌড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ ফেব্রুয়ারি : ডি ওয়াই এফ আই রানিগঞ্জ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে বল্লভপুর শহিদ সুকুমার ব্যানার্জীর মূর্তির পাদদেশ থেকে শিশুবাগান কাজী নজরুল ইসলাম-এর মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত শান্তি ঐক্য ও সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে পাঁচ কিমি রাস্তা দৌড় সংগঠিত হয়। প্রায় তিনশো যুবক যুবতী রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের জেলা সম্পাদক হেমন্ত প্রভাকর প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। সফল প্রতিযোগী প্রতিযোগিনীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিধায়ক রুনু দত্ত, বিশ্বখ্যাত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় রাজা গোমত্রা প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিয় রায়, সুনীল খাণ্ডেলওয়াল, প্রদীপ দাস, সাগর ব্যানার্জী, অনুপম চ্যাটার্জী, রজনী পাশোয়ান প্রমুখ।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৫ ফেব্রুয়ারি : ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা ১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ধাত্রীগ্রামে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন ডা. গৌরাঙ্গ গোস্বামী। ৩৪ জন যুবক রক্তদান করেন। যুবকদের উৎসাহ দেবার জন্য দীর্ঘক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন ঘোষ, সুকুল শিকদার, হালিম সেখ, সুভাষ সরকার প্রমুখ।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ফরওয়ার্ড ব্লক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি, বর্ধমান : ধর্মের নামে বিভাজন নয়—সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তুলুন এই আহ্বানে পথসভা করল পূর্ব বর্ধমান জেলা ফরওয়ার্ড ব্লক। এদিন বিকেলে বর্ধমান বিজয়তোরণের সামনে আয়োজিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ফজলুর হক, শ্যামল মণ্ডল, নন্দদুলাল পণ্ডিত। উপস্থিত ছিলেন জেলা নেতা অমর দত্ত সহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য, আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি কোলকাতায় রানি রাসমণি রোডে এই দাবি সহ শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্য গড়ে তোল— এই আহ্বানে জমায়েতের কর্মসূচি নিয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক। এদিন সেই কর্মসূচিরই প্রচারে এই পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলুতে এবার ধসার আক্রমণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৬ ফেব্রুয়ারি : শীতের প্রকোপ কমতেই আলুগাছে ধসার প্রকোপ শুরু হয়েছে। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন কালনার আলুচাষিরা। জমিতে ছত্রাক নাশক মেনকোজেব ওষুধ প্রয়োগের পাশাপাশি জিঙ্ক ঘটিত অনুখাদ্য মেটালাক্সাইড স্প্রে করতে হবে। কিন্তু নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে পরপর কয়েকবার নিম্নচাপের কারণে বৃষ্টি হওয়ায় আলুচাষ এক মাস পিছিয়ে গিয়েছিল। গাছে এখন আলু ধরেনি। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে আলুর উৎপাদন এবার মার খাবে।

নাগরিক পরিষেবার দাবিতে ডেপুটেশন কালনা পুরসভায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ ফেব্রুয়ারি : সি পি আই (এম) কালনা শহর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে কালনা পৌরসভায় পৌরপতিকে নাগরিকদের স্বার্থে দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য বাড়ি ও শৌচাগার নির্মাণ, ঢালাই রাস্তার নামে দুর্নীতি ও উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করার বিরুদ্ধেসহ বিভিন্ন দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবিগুলির স্বপক্ষে পৌরসভার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন স্বপন ব্যানার্জি, জনা মুখার্জি, অরূপ দাস প্রমুখ। পৌরপতিকে স্মারকলিপি দেন প্রাক্তন পৌরপতি ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীর নেতৃত্বে তিন নির্বাচিত কাউন্সিলার মনিপ্রভা ভাদুরী, কবিতা চক্রবর্তী ও অলোক সাহা। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেও সদর্থক কোন পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস না পাওয়ায় ভবিষ্যতে জোর আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলেন।

বিপন্ন সংবাদপত্রের সততা

—প্রথম পাতার পর

আনতে অনেকটা পথ এখনও হাঁটতে হবে।

আজ দুর্গাপুরের সৃজনী প্রেক্ষাগৃহে, সোশ্যাল সায়েন্স ইন্সটিটিউট অফ রিসার্চ অ্যান্ড স্টাডিজ (দুর্গাপুর) এর পক্ষ থেকে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় গণ-মাধ্যমের সততার স্বাধীনতার সম্পর্কে আশা-নিরাশার বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়।

'সংবাদপত্রের সেকাল-একাল' বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড. সব্যসাচী চক্রবর্তী বাংলা সংবাদপত্রের ২০০ বছরের ইতিহাস তুলে ধরেন। 'গণমাধ্যম কোনদিকে?' শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা করেন গণশক্তি পত্রিকার সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক শান্তনু দে। 'জনমত গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা' বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক অনির্বাণ বসু চৌধুরী, অধ্যাপক ইমানুল হক, পি. কে দাস, কাঞ্চন সিদ্দিকী প্রমুখ। এর আগে আলোচনাসভার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক প্রবুদ্ধ বাগচী। অনুষ্ঠান শেষে শিল্পায়ন নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে 'সক্রেটিস' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়।

মার্কসবাদ আত্মস্থ করতে হবে

—প্রথম পাতার পর

বিকল্প নেই। জেলা কমিটির সদস্য নির্মল ভট্টাচার্য জানান, কোলকাতা প্লেনামের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৫০ জন পার্টি সদস্যকে মতাদর্শগত শিক্ষায় শিক্ষিত করার কাজ এই শিক্ষা কেন্দ্রে করবে। পরে এরিয়ার সমস্ত পার্টি সদস্যকে ধারাবাহিকভাবে মতাদর্শগত শিক্ষায় শিক্ষিত করার কাজ এই শিক্ষাকেন্দ্র করবে। এছাড়াও বক্তব্য রেখেছেন সন্তোষ দেবরায়, রথীন রায় ও কাজল চ্যাটার্জী। এই উপলক্ষে জ্যোতি বসুর সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

বিল প্রত্যাহারের দাবি

—প্রথম পাতার পর

আমানতের টাকা লুটের সাম্প্রতিকতম হাতিয়ার এই বিল। এই বিল আইনে পরিণত হলে ব্যাঙ্কগুলিকে দেউলিয়া ঘোষণা করে আত্মসাৎ করা হবে সাধারণ মানুষের টাকা। আর তা দিয়েই উদ্ধার করা হবে ঋণখেলাপী কর্পোরেটদের। যে ব্যাঙ্ককে এতদিন গরিব অসহায় মানুষ সুরক্ষিত ভাবতেন তা আর সুরক্ষিত থাকবে না। এই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ। এদিন বিলের বিরোধিতায় উপস্থিত মানুষ সহ পথচলতি সাধারণ মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করাও হয়।

কৃষকের বাঁচার পথ নেই

—প্রথম পাতার পর

হয়েছে। আর এই গাই গরু সঠিকভবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পালন করার জন্য সবুজ গো-খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা তারা করেছেন। এর জন্য ব্যবহার হচ্ছে মাত্র দেড় বিঘের মতো জমি। ওই জমিতে বারো মাস উৎপাদিত হয় সবুজ গো-খাদ্য।

সারগরিয়া গ্রামের চাষি শান্তনু রক্ষিত বললেন, তার বাড়িতে এখন ছ'টা গাই গরু। জমিতে জব প্রজাতির ঘাস চাষ করেছেন। এই ঘাস তিনবার কেটে খাওয়ানো যায়। তারপর লাগাবেন গামা ঘাস। তারপর বারসিম। শেষে আবার জব ঘাস। তিনি বলেন, এখন আমরা আলু ও ধানের চাষ কমিয়ে দিয়েছি। এতে সংসারে স্বচ্ছলতা এসেছে। নতুন বাড়িও তৈরি করেছি। বাড়িতে গ্যাস নিয়েছি। গ্যাসেই রান্না হয় এখন। জমির জন্য পেয়ে যাচ্ছি জৈব সার। শুধু সিমলন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই এখন চারটে দুধ সংগ্রহ কেন্দ্র হয়েছে দেখুন! আমাদের মতো এখানে প্রায় হাজার খানেক দুধ উৎপাদনকারী সেখানে দুধ বিক্রি করে। সপ্তাহে দুধের পেমেন্ট তো পাচ্ছি, পাশাপাশি দুধ কোম্পানির ডাক্তাররাই আমাদের বাড়িতে এসে গাই গরুগুলিকে নিয়মিত চিকিৎসা পরিসেবা দিয়ে যাচ্ছেন বিনা পয়সায়। তাই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সব দুধ উৎপাদনকারী স্থানীয় কৃষক পরিবারগুলো।

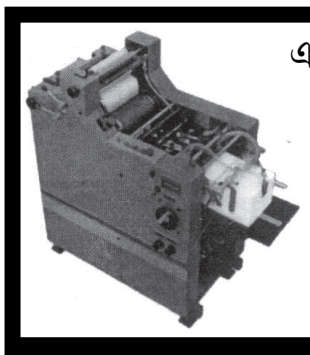
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
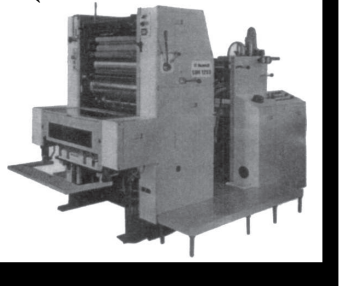
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা